দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ 24 JUL 2017
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

দশ বছরে সর্বনিম্ন পাস

এম এইচ রবিন ●

পাসের গড় হার ৬৮.৯১%

ঢাকা ৬৯.৭৪, রাজশাহী ৭১.৩০, কুমিল্লা ৪৯.৫২, যশোর ৭০.০২, চট্টগ্রাম ৬১.০৯, বরিশাল ৭০.২৮, সিলেট ৭২.০০, দিনাজপুর ৬৫.৪৪, মাদ্রাসা ৭৭.০২, কারিগরি ৮১.৩৩ শতাংশ

যে কারণে ফল বিপর্যয়

● উত্তরপত্র মূল্যায়নে নতুন পদ্ধতি ● নৈর্ব্যক্তিকে ১০ নম্বর কমানো ● ৭ বিষয়ে নতুন সৃজনশীল ● প্রতি বিষয়ে চার ভাগে পাসের বাধ্যবাধকতা

এইচএসসি ও সমমানের এবারের পরীক্ষায় দশ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন পাস করেছে। সারা দেশে পাসের হার ৬৮.৯১ শতাংশ। ৭৪.৭০ শতাংশ ছিল গত বছর। এর আগের বছরগুলোয় ধারাবাহিকভাবে পাসের হার ছিল ২০১৫ সালে ৬৯.৬০, ২০১৪ সালে ৭৮.৩৩, ২০১৩ সালে ৭৪.৩০, ২০১২ সালে ৭৮.৬৭, ২০১১ সালে ৭৫.০৮, ২০১০ সালে ৭৪.২৮, ২০০৯ সালে ৭২.৭৮ এবং ২০০৮ সালে ৭৬.১৯ শতাংশ।

২০১৭ সালের এইচএসসি আলিম এইচএসসি (ভোকেশনাল/বিএম/ডিপ্লোমা ইন কমার্স) ও ডিআইবিএস পরীক্ষার ফল গতকাল প্রকাশ করা হয়। দুপুরে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ নিজ মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ সম্মেলনে ফলের তথ্য-উপাত্ত তুলে ধরেন।

এ বছর পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী পরীক্ষার্থী ছিল ১১ লাখ ৬৩ হাজার ৩৭০ জন। পাস করে ৮ লাখ ১ হাজার ৭১১ জন। গত বছর পাস করেছিল ৮ লাখ ৯৯ হাজার ১৫০ জন। এরপর পৃষ্ঠা ১১, কলাম ১

দশ বছরে সর্বনিম্ন পাস

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) গত বছর থেকে কম পাস করেছে ৯৭ হাজার ৪৩৯ জন। গত বছরের তুলনায় পাসের হারও কমেছে ৫.৭৯ শতাংশ। মোট জিপিএ-৫ পেয়েছে ৩৭ হাজার ৯৬৯ জন। গত বছর ছিল ৫৮ হাজার ২৭৬ জন। এবার জিপিএ-৫ কমেছে ২০ হাজার ৩০৭ জন। অনুত্তীর্ণের হার ৩১.০৯ শতাংশ। অনুত্তীর্ণ পরীক্ষার্থী ৩ লাখ ৬১ হাজার ৬৫৯। এবার শতভাগ পাস করা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৫৩২টি। গত বছর ছিল ৮৪৮টি। সে তুলনায় শতভাগ পাস করা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা কমেছে ৩১৬টি। অন্যদিকে শূন্য পাস করা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা এবার ৭২টি। গত বছর ছিল ২৫টি। শূন্য পাস করা প্রতিষ্ঠান বেড়েছে ৪৭টি।

সাধারণ ৮টি শিক্ষা বোর্ডে অংশগ্রহণকারী পরীক্ষার্থী ৯ লাখ ৬৪ হাজার ৯৩৮ জন। পাস করে ৬ লাখ ৪৪ হাজার ৯৪২ জন। পাসের হার ৬৬.৮৪ শতাংশ, গত বছর ছিল ৭২.৪৭ শতাংশ। পাসের হার কমেছে ৫.৬৩ শতাংশ। জিপিএ-৫ পেয়েছে মোট ৩৩ হাজার ২৪২ জন। গত বছর ছিল ৪৮ হাজার ৯৫০ জন। এবার কমেছে ১৫ হাজার ৭০৮ জন।

ফল বিপর্যয়ের কারণ : উত্তরপত্র মূল্যায়নে অবমূল্যায়ন বা অতিমূল্যায়ন রোধে বোর্ডগুলো বেশকিছু পদক্ষেপ নেয় বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী। প্রধান পরীক্ষকগণের মাধ্যমে উত্তরমালা প্রণয়ন করা হয়। প্রণীত উত্তরমালার আলোকে উত্তরপত্র মূল্যায়নের জন্য পরীক্ষকদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেওয়া হয়। পরীক্ষকদের উত্তরপত্র মূল্যায়নের গুণগতমান যাচাইয়ে একটি প্রশ্নমালা প্রধান পরীক্ষককে সরবরাহ করা হয়। প্রত্যেক পরীক্ষকের মূল্যায়নকৃত উত্তরপত্রের ১২ শতাংশ উত্তরপত্র প্রধান পরীক্ষকের পুনঃমূল্যায়ন করার বাধ্যবাধকতা ছিল। যার কারণে ফল এমন হয়েছে। তবে এজন্য আমরা প্রস্তুত ছিলাম।

এ ছাড়া এ বছর ২৬টি বিষয়ে ৫০টি পত্রে সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতিতে পরীক্ষা হয়। গত বছর ১৯টি বিষয়ের ৩৬টি পত্রে সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতিতে পরীক্ষা হয়েছিল। গত বছরের তুলনায় সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতিতে বিষয় বেড়েছে ৭টি ও পত্র বেড়েছে ১৪টি। এ বছর এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় এমসিকিউতে ১০ নম্বর কমানো হয় এবং এ ১০ নম্বর যোগ করা হয়েছে সৃজনশীল প্রশ্নে। এমসিকিউতে ১০ নম্বর কমানোয় গড় ফলে নম্বরে তারতম্য হয়েছে।

উত্তরপত্র মূল্যায়নে কড়াকড়ি ছাড়াও বোর্ড চেয়ারম্যানরা দাবি করেন প্রশ্ন কঠিন করা হয়েছিল। নতুন করে ১৪টি বিষয়ে সৃজনশীল প্রশ্ন ছিল। এ কারণে ফল ভিন্ন হয়েছে। গড় পাসের হারে কুমিল্লা বোর্ডের ফলের প্রভাব পড়েছে বলেও মনে করেন অন্যসব বোর্ডের কর্মকর্তারা। কুমিল্লা বোর্ডে ৫০ শতাংশের নিচে পাসের হার এবার। উত্তীর্ণ হতে হলে রচনামূলক, সৃজনশীল, বহুনির্বাচনী ও ব্যবহারিক অংশে পৃথকভাবে পাস করতে হয়। একটি বিষয়ে চার ভাগে পাস করার বাধ্যবাধকতায় অনেক শিক্ষার্থী অনুত্তীর্ণ হয়েছে।

বিজ্ঞানে ভালো, মানবিকে বিপর্যয় : উচ্চমাধ্যমিকে বিজ্ঞান, মানবিক এবং বাণিজ্য বিভাগের মধ্যে সব থেকে খারাপ ফল করেছে মানবিক বিভাগ এবং ভালো করেছে বিজ্ঞানের শিক্ষার্থীরা। বিজ্ঞান বিভাগে গড়ে পাস করেছে ৮৩.১৪, বাণিজ্য বিভাগে ৬৯.৬৫ এবং মানবিক বিভাগে প্রায় অর্ধেক অকৃতকার্য। পাস করেছে মাত্র ৫৮ দশমিক ১৪ শতাংশ। ঢাকা বোর্ডে বিজ্ঞানে পাস করেছে ৮৮.৩৬, মানবিকে ৫৬.৫৯ এবং বাণিজ্যে ৭৪.৫০; রাজশাহী বোর্ডে বিজ্ঞানে ৮৬.১৬, মানবিকে ৬৩.১৬ এবং বাণিজ্যে ৭৩.৮৮; কুমিল্লা বোর্ডে বিজ্ঞানে ৭২.৭২, মানবিকে ৩৮.৩৮, বাণিজ্যে ৪৯.৪৯; যশোর বোর্ডে বিজ্ঞানে ৮০.৬৯, মানবিকে ৬৩.৯৩, বাণিজ্যে ৭৮.৫৩; চট্টগ্রাম বোর্ডে বিজ্ঞানে ৭৭.৩৪, মানবিকে ৪৭.৪৯ এবং বাণিজ্যে ৬৫.৩৬ শতাংশ।

এ ছাড়া বরিশাল বোর্ডে বিজ্ঞানে ৮১.৮১, মানবিকে ৬৩.৭৩ এবং বাণিজ্যে ৭৪.৬৬; সিলেট বোর্ডে বিজ্ঞানে ৮৩.৪৭, বাণিজ্যে ৭৭.৩৭, মানবিকে ৬৭.৮২; দিনাজপুর বোর্ডে বিজ্ঞানে ৭৭.৪৪, মানবিকে ৬০.২৩ এবং বাণিজ্যে ৬৬.১০ শতাংশ পাস করেছে।

কুমিল্লায় মহাবিপর্যয়, সিলেটের উন্নতি : এবার কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের ফলে মহাবিপর্যয় হয়েছে। আটটি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডে গড় পাসের হার যেখানে ৬৬.৮৪ শতাংশ, সেখানে কুমিল্লা বোর্ডে পাসের হার ৪৯.৫২ শতাংশ। শুধু তা-ই নয়, মানবিক শাখায় এ বোর্ডের পাসের হার মাত্র ৩৮.৩৮ শতাংশ। এ বোর্ডে খারাপ ফলের বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, কুমিল্লায় কেন এত খারাপ হয়েছে সেটি মূল্যায়ন করে দেখবেন। কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল খালেক জানান, প্রাথমিকভাবে তারা মনে করছেন, ইংরেজিতে শিক্ষার্থীরা খারাপ করায় ফল খারাপ হয়ে থাকতে পারে। তারাও এটি মূল্যায়ন করে দেখবেন। পাসের হারে সবার শীর্ষে আছে সিলেট বোর্ড। এ বোর্ডে পাসের হার ৭২ শতাংশ। এ ছাড়া ঢাকা বোর্ডে ৬৯.৭৪, রাজশাহী ৭১.৩০, যশোর ৭০.০২, চট্টগ্রামে ৬১.০৯, বরিশালে ৭০.২৮ এবং দিনাজপুর বোর্ডে পাসের হার ৬৫.৪৪ শতাংশ।

পাসে ছাত্রীরা, জিপিএতে ছাত্ররা এগিয়ে : উচ্চমাধ্যমিকে পাসের হারে ছাত্রদের চেয়ে এগিয়ে আছে ছাত্রীরা। তবে জিপিএ-৫ প্রাপ্তদের তালিকায় ছাত্রদের সংখ্যাই বেশি। এবার ছাত্রীদের পাসের হার ৭০.৪৩ শতাংশ। অন্যদিকে ছাত্রদের পাসের হার ৬৭.৬১ শতাংশ। ডিআইবিএসসহ এবারের মোট জিপিএ-৫ পেয়েছে ৩৭ হাজার ৯৬৯। এর মধ্যে ছাত্রদের সংখ্যা ২০ হাজার ৫৩৫ জন। ছাত্রীরা জিপিএ-৫ পেয়েছে ১৭ হাজার ৪৩৪ জন।

বিদেশ কেন্দ্র : অংশগ্রহণকারী পরীক্ষার্থী ছিল ২৫৯ জন। এর মধ্যে উত্তীর্ণ হয় ২৪৪। পাসের হার ৯৪.২১ শতাংশ। জিপিএ-৫ এর সংখ্যা ৪৬ জন। প্রতিষ্ঠান ও কেন্দ্র সংখ্যা ৭টি।

মাদ্রাসা বোর্ড : অংশগ্রহণকারী পরীক্ষার্থী ৯৬ হাজার ৮০২ জন। এর মধ্যে পাস করেছে ৭৪ হাজার ৫৬১। পাসের হার ৭৭.০২ শতাংশ। গত বছর ছিল ৮৮.১৯ শতাংশ। কমেছে ১১.১৭ শতাংশ। জিপিএ-৫ পেয়েছে মোট ১ হাজার ৮১৫ জন। গত বছর ছিল ২ হাজার ৪১৪ জন। কমেছে ৫৯৯ জন।

কারিগরি বোর্ড : অংশগ্রহণকারী পরীক্ষার্থী ৯৭ হাজার ১৪ জন। পাস করেছে ৭৮ হাজার ৯০৪ জন। পাসের হার ৮১.৩৩, গত বছর ছিল ৮৪.৫৭, কমেছে ৩.২৪ শতাংশ। জিপিএ-৫ পেয়েছে ২ হাজার ৬৬৯ জন, গত বছর ছিল ৬ হাজার ৫৮৭ জন, কমেছে ৩ হাজার ৯১৮ জন।

গ্রুপভিত্তিক ফল : বিজ্ঞান ও গার্হস্থ্য গ্রুপে পরীক্ষার্থী ছিল ২ লাখ ১৪ হাজার ৩৫২, উত্তীর্ণ হয় ১ লাখ ৭৮ হাজার ২২০, পাসের হার ৮৩.১৪, জিপিএ-৫ পেয়েছে ২৮ হাজার ৯৩৫। মানবিক গ্রুপে পরীক্ষার্থী ৪ লাখ ৮৭ হাজার ২২৯, পাস করেছে ২ লাখ ৮৩ হাজার ২৯৩, পাসের হার ৫৮.১৪ এবং জিপিএ-৫ পেয়েছে ১ হাজার ৭২৬। ব্যবসায় শিক্ষা গ্রুপে পরীক্ষার্থী ২ লাখ ৬৩ হাজার ৩৫৭, পাস করেছে ১ লাখ ৮৩ হাজার ৪২৯, পাসের হার ৬৯.৬৫ এবং জিপিএ-৫ পেয়েছে ২ হাজার ৫৮১।

ফল পুনঃনিরীক্ষা ২৪-৩০ জুলাই : রাষ্ট্রায়ত্ত মোবাইল অপারেটর টেলিটকের মাধ্যমে আগামীকাল ২৪ থেকে ৩০ জুলাই পর্যন্ত এইচএসসি ও সমমানের ফল পুনঃনিরীক্ষার আবেদন করা যাবে। ফল পুনঃনিরীক্ষণের আবেদন করতে RSC লিখে স্পেস দিয়ে বোর্ডের নামের প্রথম তিন অক্ষর লিখে স্পেস দিয়ে রোল নম্বর লিখে স্পেস দিয়ে বিষয় কোড লিখে 16222 নম্বরে পাঠাতে হবে। ফিরতি এসএমএসে ফি বাবদ কত টাকা কেটে নেওয়া হবে তা জানিয়ে একটি পিন নম্বর (পার্সোনাল আইডেন্টিফিকেশন নম্বর-PIN) দেওয়া হবে। আবেদনে সম্মত থাকলে RSC লিখে স্পেস দিয়ে YES লিখে স্পেস দিয়ে পিন নম্বর লিখে স্পেস দিয়ে যোগাযোগের জন্য একটি মোবাইল নম্বর লিখে 16222 নম্বরে এসএমএস পাঠাতে হবে। প্রতিটি বিষয় ও প্রতি পত্রের জন্য দেড়শ টাকা হারে চার্জ কাটা হবে। যেসব বিষয়ের দুটি পত্র (প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র) রয়েছে সেসব বিষয়ের ফল পুনঃনিরীক্ষার আবেদন করলে দুটি পত্রের জন্য মোট ৩০০ টাকা ফি কাটা হবে। একই এসএমএসে একাধিক বিষয়ের আবেদন করা যাবে, এ ক্ষেত্রে বিষয় কোড পর্যায়ক্রমে 'কমা' দিয়ে লিখতে হবে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের গৃহীত নানা পদক্ষেপ, শিক্ষার্থী-শিক্ষক-অভিভাবকগণের অক্লান্ত প্রচেষ্টাসহ সমগ্র শিক্ষা পরিবারের সার্বিক সহযোগিতার জন্য শিক্ষা পরিবারকে অভিনন্দন জানিয়েছেন মন্ত্রী। একই সঙ্গে তিনি পরীক্ষায় কৃতকার্য সব পরীক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকবৃন্দকেও জানান অভিনন্দন। এ ছাড়া যারা উত্তীর্ণ হতে পারেনি তাদের উদ্দেশে মন্ত্রী বলেন, হতাশ হওয়ার কারণ নেই। আমি আশা করব তারা নবউদ্যমে পূর্ণ প্রস্তুতিতে আগামীতে আবার পরীক্ষা দিয়ে সফলকাম হবে।

এ পরীক্ষা গত ২ এপ্রিল ২০১৭ তারিখ শুরু হয়ে ২৫ মে ২০১৭ তারিখে শেষ হয়। মন্ত্রণালয়, জেলা, উপজেলা প্রশাসন, কলেজ কর্তৃপক্ষ, শিক্ষকবৃন্দ এবং বোর্ড কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অক্লান্ত পরিশ্রমে পরীক্ষা শেষ হওয়ার নির্ধারিত ৬০ দিনের মধ্যে ৫৯তম দিনে ফল প্রকাশ হওয়ায় সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন নুরুল ইসলাম নাহিদ।